মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের খাদ্যে ভেজাল বিরোধী মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ

ভেজাল খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। কৃত্রিম রঙ, রাসায়নিক সংযোজন, মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের খাদ্য আমাদের দেহে ধীরে ধীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই ভেজাল খাদ্যের শিকার হচ্ছেন।

খাদ্যের এই ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি কলেজ শিক্ষক এস এম রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শুভসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান ও সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক উলমাতুন নেছা পূর্নিমা।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, বাঁচতে হলে খেতে হয়, আর খেতে হলে খাবারটা হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ। কিন্তু যখন সেই খাবার আমাদের অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন স্বাস্থ্য ঠিক রাখা সত্যিকার অর্থেই বড় একটি সমস্যা হয়ে যায়।

বাংলাদেশে ভেজাল খাদ্য একটি ভয়াবহ বাস্তবতা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, শুধু সাধারণ খাদ্য নয়, ওষুধ পর্যন্ত ভেজাল মিশ্রিত হয়। এমনকি শিশু খাদ্যেও ভেজাল মেশানো হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। যে শিশু মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার খাবারে ভেজাল মেশানো হলে বড়দের খাবারের মান কতটা নিরাপদ বা অনিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা যা

খাচ্ছি, তা আসলেই খাদ্য, নাকি অখাদ্য এটি গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। সময় উপযোগী এ ধরণের সচেতনতামূলত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করায় শুভসংঘকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভাপতির বক্তব্যে এস এম রফিকুল আলম বলেন, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেমন দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, তেমনি খাদ্যে ভেজালও এক মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও বিষক্রিয়াযুক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে আমাদের স্বাভাবিক শারীরিক গঠন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং মানুষ জটিল থেকে জটিলতর রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানুষকে সচেতন করতেই বসুন্ধরা শুভসংঘের আজকের এই আয়োজন। আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, পবিত্র রমজান মাসে যেন আমরা সুস্থ, সতেজ ও বিষমুক্ত খাবার গ্রহণ করি। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

বিশেষ করে ব্যবসায়ী ভাইদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান এই পবিত্র মাহে রমজানে মানুষকে বিশুদ্ধ, সতেজ ও ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ করুন। আপনার সামান্য সতর্কতা ও নৈতিকতার চর্চা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় বসুন্ধরা শুভসংঘের সকল সদস্যরা অংশ নেন।

পরে, বসুন্ধরা শুভসংঘের সদস্যরা পথচারী ও ব্যবসায়ীদের হাতে লিফলেট তুলে দেন এবং কীভাবে ভেজাল খাদ্য চিহ্নিত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনীতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের

মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর ম্মারকলিপি প্রদান করেছে গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা অবস্থান নেন। এবং বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় ইটভাটার বিপুল পরিমাণ শ্রমিকরাও অংশ নেন।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, গাংনীর সাবেক এমপি ইটভাটা মালিক আমজাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক জুলফিকার আলী ভূট্টো, বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক আওয়াল বিশ্বাস, ইটভাটা শ্রমিক আলফাজ উদ্দিন প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গাংনী উপজেলায় ৫৫টি ইটভাটায় রয়েছে। এই ইটভাটা গুলোতে হাজার-হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব ইটভাটাগুলো প্রায় ৩৫-৪০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সালের পরিবেশ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ ইটভাটাকে ছাড়পত্র প্রদান না করায় এবছর এসব ভাটাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। অথচ এই ভাটাগুলোর কাস্টমস ভ্যাট, আয়কর, বাণিজ্যিক হারে জমির খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বাবদ প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম রাজস্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইটভাটা পরিচালনার অন্যান্য খাতের জন্য ব্যাংক ঋণ বা দায়দেনা রয়েছে। শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে বড় অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ইটভাটাগুলো বন্ধ করলে ভাটা মালিকরা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বেন। এছাড়া ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবন রজীবিকা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইটভাটাগুলো চলতি সৌসুম পর্যন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা।

পরে উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ উপদেষ্টার ঘোষণার পর মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের প্রশাসনের অভিযানে বেশ কয়েকটি ভাটাতে জরিমানা আদায় ও ইটভাটাগুলো বন্ধের আদেশ দেন।

মেহেরপুর জেলায় ১০৮ টি ইটভাটা রয়েছে। কোনো ইটভাটায় পরিবেশ

অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। সবগুলোই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে।

মুজিবনগরে শ্রমিকদের মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

“ভাত চাই না, কাজ চাই” এই স্লোগানে সকল ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছে ইটভাটায় কাজ করা প্রায় ২ হাজার শ্রমিক ও মালিক।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির ব্যানারে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বরাবর শ্রমিকদের দাবি তুলে ধরে একটি স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হাতে তুলে দেন ইটভাটা মালিক সমিতির নেতারা।

উক্ত স্মারকলিপিতে মোট ৭টি দাবি তুলে ধরা হয়। ১. ২০১৩ সালের ইটভাটা নিয়ন্ত্রণ আইনে জিগজ্যাগ ভাটা বৈধ পদ্ধতির উল্লেখ থাকলেও, উক্ত আইনের ৮(৩)(৫) এবং ৮(৩)(খ) উপধারায় “দূরত্ব নির্ধারণের” কারণে দেশের কিছু জিগজ্যাগ ইটভাটার মালিকগণ ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর হাইব্রিড কিল্ন এবং টানেল কিল্নের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ১০০০ মিটারের পরিবর্তে ৪০০ মিটার নির্ধারণ করেছে। সুতরাং, আমাদের জিগজ্যাগ ভাটার জন্য উক্ত আইনের ৮(৩)(ঙ) ধারায় নিষিদ্ধ এলাকার দূরত্ব ৪০০ মিটার এবং আইনের ৮(৩)(খ) ধারায় বন থেকে দূরত্ব ৭০০ মিটার নির্ধারণ করে লাইসেন্স ও ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করার আবেদন জানাচ্ছি। ২. জিগজ্যাগ ইটভাটায় কোনো প্রকার হয়রানি বা মোবাইল কোর্ট করা যাবে না। অন্যথায়, আমরা ভ্যাট-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হবো। ৩.কোনো ইটভাটা বন্ধ করতে হলে সরকারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্ধ করতে হবে। ৪. মাটি কাটার জন্য ডিসির প্রত্যয়নপত্র নেওয়ার বিধান বাতিল করতে হবে। ৫.

পরিবেশগত ছাড়পত্র, ডিসি লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য কাগজপত্র ইস্যু/নবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির প্রত্যয়নপত্র বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করছি। ৬. ইটভাটাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। ৭. ইটভাটা পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তছলিমুল ইসলাম।

তারা বলেন, “আমরা, বাংলাদেশের ইটভাটা মালিকগণ, বিগত ৩৫-৪০ বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে ইটভাটা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। দেশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহৃত ইট সরবরাহ করে আমরা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছি।”

তারা আরও বলেন, “এই শিল্পে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক কর্মরত আছে, যা ৫০ লাখ পরিবারের তথা প্রায় ২ কোটি মানুষের রুটি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। ইটভাটা বন্ধ হয়ে গেলে এই শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে। এছাড়াও, প্রতিটি ইটভাটার বিপরীতে প্রায় ১ কোটি টাকার বেশি ব্যাংক ঋণ রয়েছে, যা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার সমান। ইটভাটা বন্ধ হলে এই ঋণ অনাদায়ী থেকে যাবে।”

তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, “মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান অত্যন্ত আন্তরিক হলেও, বর্তমান আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে জিগজ্যাগ ইটভাটার সমস্যা সমাধান হচ্ছে না। আমরা আশা করছি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইটভাটা পরিচালনার একটি যৌক্তিক সমাধান হবে।”

মেহেরপুরে কৃষকের ফসলের

ন্যায্য মূল্যের দাবীতে মানববন্ধন

আলু, পেঁয়াজ ও কৃষকদের উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষক ঐক্য পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি শোয়েইব হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, কৃষক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির ক সহ-দফতর সম্পাদক জাহিদ হোসেন, মেহেরপুর পৌর কৃষক ঐক্য পরিষদের আহবায়ক আব্দুল কাদের, কৃষক মিসের আলী প্রমুখ।

আলুর কোল্ড স্টোরিজের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ, পেঁয়াজ ও আলুর কমিশন গঠণ, কৃষকদের সংসদে প্রতিনিধিত্বের জন্য সংসদে ও জাতীয় কমিটিগলোতে শতকরা দশভাগ সদস্য অন্তর্ভূক্তি করার দাবী জানান।

ভ্যান চালক আতিয়ার রহমান হত্যার প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ভ্যান চালক আতিয়ার রহমানের হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন।

সোমবার সকাল ১১টায় গাংনী উপজেলার দেবিপুর বাজারে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন

কৃষকদলের সভাপতি মোতালেব হোসেন, ইয়ারুল হোসেন, শফিকুল ইসলাম, সাগর হোসেনসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। মানববন্ধনে এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, নিহত আতিয়ার রহমান একজন ভ্যান চালক ছিলেন এবং এলাকার মানুষের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিল। তবুও তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তারা হত্যাকারীদের দ্রুত সনাক্ত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার সকালে ছাতিয়ান-বাদিয়াপাড়া মাঠের মধ্যে থেকে আতিয়ার রহমানের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের রহিদুল ইসলামের ছেলে।

ঝিনাইদহে জনবল আত্তীকরণসহ নানা দাবিতে মানববন্ধন

যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যবিপ্রবি)’র ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের জনবল আত্তীকরণ, নতুন শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তি এবং বেতন-ভাতা ছাড়ের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন সংক্ষুব্ধ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী ও এলাকার বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ অংশ নেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ডা. তারেক মুসা, ডা. রাকিবুল হাসান শাওন, শিক্ষার্থী মাহাদী মুরতাজা, সায়েদ মুহাইমিন, রমজান হোসেন, জাহিদ হাসান, আকরামুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, প্রকল্প কর্মচারী সোহেল, তোফাজ্জেল হোসেন সোহাগ, ফিরোজ, আবু সাঈদ, কাওসার, ঝন্টু মেম্বার প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি

মেডিসিন অনুষদ হিসাবে অধীভূক্ত করা হয়। পরে ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের জনবলকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদের অধীন আত্মীকরণের সুপারিশ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)।

এছাড়া ইউজিসি ও আন্তঃমন্ত্রনালয়ের বৈঠকেও আত্তীকরণের সুপারিশ করা হয়। তারপরও দীর্ঘদিন অতিবাহীত হলেও এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যে কারণে প্রতিষ্ঠানের অর্ধশত কর্মকর্তা-কমচারীদের ৯মাসের বেতন বন্ধ রয়েছে। এতে তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

এছাড়া দীর্ঘ ৩টি শিক্ষাবর্ষে নতুন কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করায় ঝিনাইদহ ক্যাম্পাসের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাত্র ২জন স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া খন্ডকালীন এবং অতিথি শিক্ষক দিয়ে চলছে অনুষদটি এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানান।

এসময় বক্তারা ভেটেরিনারি কলেজে প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রজেক্টে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মরত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যবিপ্রবি’র ভেটেরিনারি মেডিসিন ও সার্জারি অনুষদে আত্মীকরণ করে বেতন ছাড়ের দাবি জানান।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন

“কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, সুখে থাকবে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ এবং ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষিরা।

নতুন পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুম শুরু হওয়ায় কৃষকরা পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন। তবে, ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করায় ন্যায্য দাম না পেয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন স্থানীয় কৃষকরা। এ

পরিস্থিতিতে মৌসুমের এই সময়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে স্থানীয় কৃষক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধনে কৃষকরা সরকারের কাছে এই দাবি জানান।

মানববন্ধনে চাষিরা অভিযোগ করেন, “যখনই পেঁয়াজের ভরা মৌসুম শুরু হয়, তখনই সরকার পেঁয়াজ আমদানি করে। এর ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির ফলে স্থানীয় বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।”

বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচের তুলনায় খুবই কম বলে দাবি করেন চাষিরা। তারা জানান, ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না হলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন তারা। এজন্য আগামী তিন মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানান উপজেলার কৃষকরা।

গত বছর পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় এবং দেশের চাহিদা মেটাতে কৃষকরা এ বছর বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন। তবে কৃষকরা যখন পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই বিদেশ থেকে কম দামে এই কৃষিপণ্য আমদানি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

ঝিনাইদহে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারী) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে “সম্মিলিত নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ”এ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ

নন এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনের জেলা শাখার সভাপতি মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক জুলফিকার আলী, সদর উপজেলা সভাপতি রিয়াজুল করিমসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশের সকল নন এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসাথে এমপিও ভুক্ত করার দাবী জানান। এ দাবী মানা না হলে আগামীতে অনশনসহ কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ার দেন তারা।

ঝিনাইদহে মুখঢাকা নারীদের এনআইডি না দেয়াই মানববন্ধন

মুখ ঢেকে পর্দা করা নারীদের ১৬ বছর যাবত নাগরিকত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ মহিলা আনজুমান।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ মহিলা আনজুমান এর পক্ষে আহমদ মানসুরা, সংগঠনটির অন্যান্য সদস্যসহ পর্দানশীন নারীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তারা বলেন, বিগত ১৬ বছর যাবত পর্দানশীন নারীদের মানবাধিকার হরণ করা হচ্ছে। পর্দানশীন নারীদের ধর্মীয় ও প্রাইভেসীর অধিকার অক্ষুন্ন রেখে এনআইডি প্রদান, বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবস্থা জোরদার করে এনআইডি প্রদান করতে হবে। দ্রুত তাদের দাবী মানা না হলে দেশব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী- পুরুষ মাঠে নামবে বলেও হুশিয়ারী দেন তারা।

ঝিনাইদহে আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস পালিত

ঝিনাইদহে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টায় আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৫ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে জীবাশ্ব জ্বালানিকে না বলুন এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রুপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিআইবির (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ- টিআইবি) অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ঝিনাইদহ কর্তৃক ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

সেখানে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ (এসিজি), ইয়েস এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি স্থানীয় অংশীজন হিসেবে ৬ টি বেসরকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন।

সনাকের জেলা কমিটির সভাপতি এম সাইফুল মাবুদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সনাকের সহ সভাপতি আহমেদ হোসেন।

দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতসহ জ্বালানি রুপান্তরে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের বিবেচনার জন্য ১২ টি সুপারিশ সম্বলিত টিআইবির ধারণাপত্র পাঠ করেন জনাব মাজহারুল ইসলাম, ইয়েস দলনেতা, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ঝিনাইদহ।

এছাড়া এই ধারণাপত্রের আলোকে জীবাশ্ব জ্বালানির ক্ষতিকর প্রভাব ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিজ অব সোসাইটি (ডাস) এর পরিচালক মো: আলাউদ্দীন, পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি (অব:) অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু ও সনাকের সদস্য (অব:) উপাধ্যক্ষ এন.এম. শাহজালাল প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন টিআবি’র এরিয়া কোঅডিনেটর হুমায়ুন

□□□□□